দৈনিক খবর

তারিখ 01 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৬

৩৭

গুপ্তহত্যা সন্ত্রাসে শংকিত ক্যাম্পাস

মধুর কেন্টিনে ছাত্র নেতৃত্বের আনাগোনা কমে গেছে

● নজরুল ইসলাম মিঠু ● ছাত্র রাজনীতিতে গুপ্তহত্যা শুরু হবার কারণে ছাত্র নেতৃবৃন্দ এখন সন্ত্রাসীদের কাছে একরকম কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। একই সাথে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

পরপর দু'টি ছাত্র সংগঠনের দু'জন শীর্ষস্থানীয় নেতা অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলীতে মারা যাওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন এলাকায় ছাত্র নেতৃবৃন্দকে আর দীর্ঘ সময় থাকতে দেখা যায় না। এখন অস্ত্রবাজদের হাতে তারা জিম্মি হয়ে রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে এখন একই অবস্থা বিরাজ করছে।

গত ৯ই জানুয়ারী ছাত্রলীগের (আ-অ) সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল নিহত হবার পর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আশংকা করেছিল আবারও বিশ্ববিদ্যালয়

২ এর পাতায় দেখুন

মধুর কেন্টিনে ছাত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলাকায় মারাত্মক কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তার কয়েকদিন পরই গত ২৪শে জানুয়ারী রাতে সদ্য কারামুক্ত ছাত্রনেতা আবু হাসান মুরাদ রাতে বাসায় ফেরার পথে আততায়ীর গুলীতে নিহত হন।

এ ব্যাপারে জাসদ নেতৃবৃন্দ প্রথমতঃ জামায়াত-শিবিরের চক্রান্ত আখ্যায়িত করলেও পরে তারা বলেছেন, ছাত্র আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পিতভাবে এ গুপ্তহত্যা পরিচালনা করছে।

এদিকে মনিরুজ্জামান বাদল হত্যার প্রতিবাদে যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তাদেরকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। তবে যে কয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের পক্ষে কোন সংগঠন ওকালতি না করায় প্রমাণিত হচ্ছে তারা বাদল হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ছিল। তবে বাদলের আসল খুনী কে সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট হয়নি।

অস্ত্রবাজদের রাজনীতিতে আগমনের কারণে প্রাথমিক অবস্থায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করলেও বর্তমানে তারা সবচেয়ে বেশী আতংকগ্রস্ত। অস্ত্রবাজ ছাড়া খুব কম সংখ্যক ছাত্রনেতারাই এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করছেন, আর যারা অবস্থান করছেন তাদের সাথে অস্ত্রবাজদের সম্পর্কও মধুর কিংবা তারা অস্ত্রবাজদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বে নিয়োজিতরয়েছেন।

ছাত্রনেতা মুরাদ নিহত হবার পর গত ২৬শে জানুয়ারী দুপুরে মধুর কেন্টিনের সামনে ডাকসুর সহ-সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দিন আলম অন্যান্য ছাত্র নেতার সাথে কথা প্রসংগে বলেন, যেভাবে ছাত্রনেতা হত্যা শুরু হয়েছে তাতে অচিরেই আমাদেরকে সর্বদলীয়ভাবে এটা মোকাবেলা করার জন্য বসতে হবে।

রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ও ছাত্রনেতা হত্যা বৃদ্ধির কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র রাজনীতির প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে এবং নিজেদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেড়ে গেছে। এ ব্যাপারে একজন ছাত্রের সাথে কথা বললে তিনি জানান, আগে ছাত্র রাজনীতি পছন্দ করতাম এবং সক্রিয় কর্মী ছিলাম। কিন্তু গণতন্ত্র অর্জিত হবার সকল পথ খোলা থাকার পরও হত্যার রাজনীতি সচল থাকার কারণে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি। এ কারণেই যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কমপক্ষে তিনশ' ছাত্র-ছাত্রীর মিছিল বের হওয়ার কথা একটি এখন বড় জোর একশ' জন কর্মী নিয়ে মিছিল ও সমাবেশ করতে দেখা যায়। সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও নিজেদেরকে পড়াশোনার সাথে কিংবা অন্য কাজে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর প্রমাণ মেলে গত এক মাসে দু'জন ছাত্রনেতা নিহত হবার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মী হ্রাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রবেশ দ্বার মুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে।